

কিয়োকো নিওয়া: একজন বাংলা সাহিত্য প্রেমিকের নাম

-আদনান সৈয়দ

কিয়োকো নিওয়া একজন জাপানীজ। কিন্তু তিনি বাংলা সাহিত্যকে ভালোবাসেন মন প্রাণ দিয়ে আর ভালোবাসেন বলেই বাংলা সাহিত্যে কে জাপানীজ ভাষায় অনুবাদের কঠিনতম কাজটি তিনি করে যাচ্ছেন অনেকটা নীরবে নিভৃত্তেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে রবীন্দ্রসাহিত্য পড়তে পড়তেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ। আর অনুরাগ থেকেই ভালোবাসা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর পিএচডি করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বর্তমানে টকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের শিক্ষক। গত মে মাসে নিউইয়র্কে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বার্ষিক কেন্দ্রমেলায় নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন কিয়োকো। তাঁর সাথে আলাপচারিতা সেখানেই।

আদনান সৈয়দ: আপনি বেশ ভালো বাংলা বলেন। একজন জাপানীজ হয়ে বাংলার প্রতি আপনার এই অনুরাগটা কীভাবে জন্মালো?

কিয়োকো নিওয়া: সাহিত্যের ছাত্রকালীন অবস্থায় রবীন্দ্রসাহিত্যের সাথে আমার পরিচয়। তা রবীন্দ্র সাহিত্য পড়তে যেয়েই আমি বাংলা সাহিত্যে কে আরো বেশি করে জানার জন্য ঝুকে পড়ি। যেহেতু বাংলা সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদ সেরকম খুব একটা হয়নি তাই ভাবলাম বাংলাটা যদি নিজে শিখে নিতে পারি তাহলে এ ভাষার সাহিত্যের সাথে আরো বেশি পরিচয় হতে পারবো। এভাবেই বাংলার প্রতি আগ্রহটা ধীরে ধীরে বেড়ে যায়। পরবর্তীতে ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর পিএচডি করি এবং বাংলা সাহিত্যকে জাপানীজ ভাষায় অনুবাদ করে জাপানীজদের সাথে পরিচিত করার চেষ্টা করছি।

আদনান সৈয়দ: আন্তর্জাতিক সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যকে আপনি কোন আসনে বসাবেন?

কিয়োকো নিওয়া: আন্তর্জাতিক সাহিত্যমানের দিক থেকে বাংলা সাহিত্য নি:সন্দেহে আধুনিক, উন্নত। তারাশংকর, বিভূতি, মানিক, সৈয়দ ওয়রীওল্লাহ এঁদের উপন্যাস পড়ে আমার এই মনে হয়েছে যে উপন্যাস গুলোর ইংরেজী অনুবাদ হওয়া খুবই জরুরী। শুধুমাত্র অনুবাদ হয়নি বলেই একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এইসব সময়োত্তীর্ণ বিক্ষ্যাত উপন্যাস গুলোর সাথে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের তেমন কোন আত্মিক যোগাযোগ হয়ে উঠতে পারেনি। তবে একথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে বাংলা সাহিত্যের মান বিশ্বের অন্যান্য ভাষায় রচিত বিক্ষ্যাত সাহিত্যের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

আদনান সৈয়দ: আপনার অনুদিত বাংলা সাহিত্যগুলো সম্পর্কে জানতে চাই?

কিয়োকো নিওয়া: হ্যাঁ, আমি তারাশংকরের কবি উপন্যাস জাপানীজ ভাষায় অনুবাদ করেছি। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালিও জাপানীজ ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তাছাড়া তারাশংকর, মহেশ্বেরা দেবী, কাজী নজরুল ইসলাম এবং সৈয়দ ওয়ালিওল্লাহর ছোট গল্প সংলগ্ন আমি জাপানীজ ভাষায় অনুবাদ করেছি।

আদনান সৈয়দ: তা জাপানীজ ভাষায় অনুদিত এই বাংলা সাহিত্য নিয়ে জাপানের মানুষের আগ্রহ কেমন বলে আপনার মনে হয়?

কিয়োকো নিওয়া: অনেক। জাপানীজ দের কাছ থেকে এর জন্য বেশ ভালো সাড়া পেয়েছি। সত্যি কথা বলতে জাপান এবং বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক চেহাড়ায় কিন্তু খুব একটা অমিল নেই। দুটো দেশেই ধর্মীয় মূল্যবোধের বেড়ায় বন্দী। দুটো দেশের মানুষের চিন্তা, মূল্যবোধ, এবং মনন প্রায় একি রকম। সেদিক থেকে জাপানীজদের কাছে বাংলা সাহিত্যের বিষয় এবং ভাবনায় নিজেদের আত্মস্থ করে নিতে খুব একটা বড় রকমের হোচট খেতে হয়নি।

আদনান সৈয়দ: বাংলাদেশে কি গিয়েছেন কখনো? বাংলাদেশের মানুষ কেমন লাগে?

কিয়োকো নিওয়া: হ্যাঁ, এ পর্যন্ত তিনবার গিয়েছি। অসাধারণ ভালো লেগেছিল। আগেই বলেছি জাপানীজদের সাথে বাঙালিদের সাংস্কৃতিক এবং মানসিকতার অনেক মিল আছে। আর এ মিলের কারণেই বাংলাদেশ ভ্রমণ আমাকে সবসময়ই এক বাড়তি আনন্দ দিয়েছে।

আদনান সৈয়দ: বাংলাদেশের কার কার বই পড়ছেন?

কিয়োকো নিওয়া: অনেকেরই। শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুন, আনিসুল হক থেকে শুরু করে অনেকের বই আমি পড়ছি। তবে এ ক্ষেত্রে ধরাবাধা কোন গভী আমার নেই। সুযোগ সময়মত সবার বই আমি পড়তে ভালোবাসি।

আদনান সৈয়দ: বর্তমানে বাংলাদেশের সাহিত্যের উপর কোন অনুবাদের কাজে হাতে দিয়েছেন কি?

কিয়োকো নিওয়া: হ্যাঁ, এ মুহুর্তে শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুন এবং আল মাহমুদের নির্বাচিত কবিতা গুলো জাপানিজ ভাষায় অনুবাদ নিয়ে একটু ব্যাস্ত আছি।

আদনান সৈয়দ: বাংলাদেশেরতো আরো অনেক বিক্ষ্যাত কবি আছেন। তা শুধুমাত্র এই তিন কবির কবিতা জাপানিজ ভাষায় অনুবাদের আগ্রহ সম্পর্কে জানতে পারি কী?

কিয়োকো নিওয়া: তাতো অবশ্যই। আমি বলছি না শুধুমাত্র এই তিনজনের অনুবাদই আমি করবো। আপাতত এই তিনজনের কবিতা করছি তারপর এর সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়বে।

আদনান সৈয়দ: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

কিয়োকো নিওয়া: আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।

(নিউইয়র্ক, ৬/১০/০৭, adnansyed1@gmail.com)

